আগামীর সুপার স্টার

বয়সে একেবারে তরুণ হলেও ইতিমধ্যেই সম্ভাবনার দ্যুতি ছড়িয়েছেন তারা। আগামীতে ক্রিকেট মাঠে দাপট দেখাবেন এমন খেলোয়াড়দের নিয়ে উইজডেন অবলম্বনে লিখেছেন **ফজলে রাব্বি রাজীব**

অ স্ট্রে লি য়া

ময়সেস হেনরিকস্ (১৮)

ডানহাতি ব্যাটস্ম্যান, ডানহাতি ফাস্ট বোলার

পর্তুগিজ দ্বীপ মেডেইরায় জন্ম নেয়া হেনরিকস্ শিশু বয়সেই অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসেন এবং নয় বছর বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে নিউ সাউথ ওয়েলস তাকে দলে ভিড়িয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সিলেকশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ট্রেভর হনসের মতে, 'ময়সেস একজন প্রকৃত অলরাউন্ডার। যাকে শুধু বোলিং অথবা ব্যাটিং দক্ষতার জন্যই দলে নেয়া যায়। কোনো সন্দেহ নেই আগামীর তারকা সে।' ৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা ওপেনিং বোলার হেনরিকস্ সিডনির ফার্স্ট গ্রেড ম্যাচে সর্বকনিষ্ঠ বোলার হিসেবে ১০ উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ব্যাট করতে নামেন মিডল অর্ডারে। স্টিভ ওয়াহ্র সঙ্গে তুলনা করা হলেও তার আদর্শ ক্রিকেটার জ্যাক ক্যালিস।

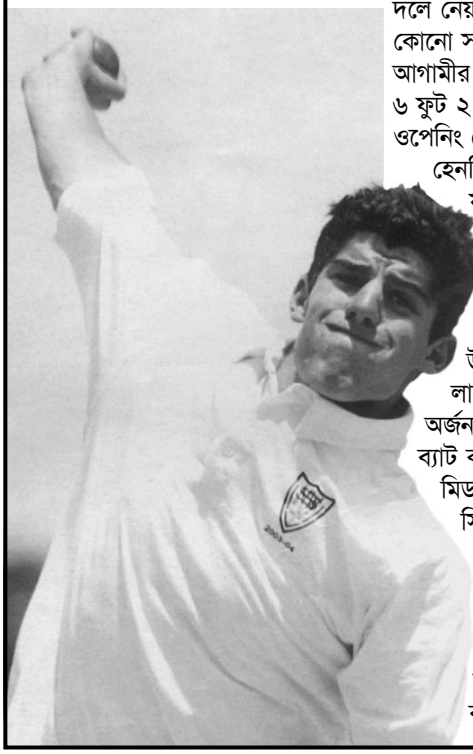

জোনাথন ওয়েলস্ (১৬)

ডানহাতি ব্যাটস্ম্যান, ডানহাতি মিডিয়াম পেসার

ওপেনিং ব্যাটস্ম্যান ওয়েলস্ এ বছর অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে অ্যাশেজ ট্যুরে যাচ্ছেন। তবে দলের সদস্য হিসেবে নয়। সম্প্রতি তিনি জিতেছেন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে সাত দিনের সফর। এই পুরস্কারের অংশ হিসেবে তিনি অ্যাশেজ ট্যুরে যাচ্ছেন। জানুয়ারি মাসে হোবার্টে অনুষ্ঠিত জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৭ প্রতিযোগিতায় তার পারফরমেন্স ছিল উল্লেখ করার মতো। প্রতিযোগিতায় তার স্কোর যথাক্রমে ৮২, ৬৮, ৫৫, ১০ এবং ২১ আর হালকা বাঁক খাওয়ানো মিডিয়াম পেস বোলিং দিয়ে উইকেট শিকার করেছেন ৮টি। যার গড় ১৫.১২। তাছমানিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলে তার জায়গা পাকা হলেও স্বপ্ন দেখেন তাছমানিয়ার দ্বিতীয় একাদশে খেলার এবং সেখান থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার।

বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আশরাফুল (২০)
ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, লেগ স্পিনার

আকৃতিতে ছোটখাটো হলেও পেস এবং স্পিন দুটোর বিরুদ্ধেই খেলতে পারেন সাবলীলভাবে। বলকে বুঝতে পারেন দ্রুত, রক্ষণাত্মক কৌশলেও বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন-আপের সবাইকে পেছনে ফেলেছেন। অন ড্রাইভকে তুলনা করা যায় একজন শিল্পীর নিপুণ শিল্পকর্মের সঙ্গে। ওয়াহিদুল গণির কোচিং ক্লিনিকের বিস্ময় বালক আশরাফুল অল্প বয়সেই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলা আরম্ভ করেন। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে ১৭ বছরে পা দেয়ার দু'দিন আগেই টেস্ট ক্রিকেটে তার অভিষেক হয়। মুরালিধরন এন্ড কোং-এর বিরুদ্ধে সেঞ্চুরির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার আগমনের ঘোষণা দেন এবং এর মাধ্যমে সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরিয়ানের রেকর্ডটি নিজের করে নেন। কৌশল নয়, ক্রিজে আশরাফুলের ব্যর্থতার মূল কারণ মনস্তাত্ত্বিক। হঠাৎ করেই খেলায় মনঃসংযোগ হারিয়ে ফেলেন তিনি। যার মূল্য অধিকাংশ সময়ই তাকে দিতে হয় নিজের উইকেটের বিনিময়ে। গত ডিসেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৫৮ রানের ইনিংসটি প্রমাণ করে, দলের আত্মবিশ্বাসকে চাঙ্গা করার জন্য তার একার অবদানই যথেষ্ট।

সাকিব আল হাসান (১৫)
বামহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, বামহাতি স্লো বোলার

সাকিবের নাম প্রথম আলোচনায় আসে মাগুরার ট্যালেন্ট হান্ট প্রোগ্রামে। ক্লাব ক্রিকেটে তার অভিষেকটাও হয়েছে চমৎকার। ঢাকা প্রিমিয়ার লীগে ভিক্টোরিয়া ক্লাবের হয়ে তার অলরাউন্ড পারফরমেন্স অসাধারণ, যার যোগ্য পুরস্কার হিসেবে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ-এ দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। কোচ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিনের মতে, 'তার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে শেখার আগ্রহ। তার সব চিন্তা ক্রিকেটকে ঘিরে আর যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন দারুণভাবে।' ব্যাকফুটে সাকিব অত্যন্ত শক্তিশালী, যা বাংলাদেশী ব্যাটস্‌ম্যানদের ক্ষেত্রে বিরল। বল হাতে তার অর্থোডক্স স্পিন খুবই কার্যকর।

ইংল্যান্ড

স্টিভেন ডেভিস (১৮)
বামহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, উইকেটকিপার

বর্তমানে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক ডেভিসের পারফরমেন্স গত বছরের যুব বিশ্বকাপে এতোটাই ভালো ছিল যে, ইংল্যান্ড ক্রিকেট একাডেমীতে পার্টটাইম স্টুডেন্টের তালিকায় তার নাম আসে। একাডেমীতে তার কিপিং প্রশিক্ষকের দায়িত্বে আছেন রড মার্শ। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ম্যানেজার জন আব্রাহামস্‌ বলেন, 'একাডেমীতে তার পারফরমেন্স সিনিয়র খেলোয়াড়দের মতোই, একেবারে পেশাদারি।' অলরাউন্ডার ডেভিস ব্যাট করতে নামেন তিন নাম্বারে আর উইকেটের পেছনে তার অ্যাপ্রোচ সুন্দর, সাবলীল। পছন্দ করেন স্ট্রেট ড্রাইভ খেলতে। স্টিভ রোডস্‌ অবসর নেয়ার পর ওয়ার্সেসটার শায়ারের উইকেট কিপিংয়ের চাকরিটা যেতে পারে ডেভিসের হাতে, আর সত্যি যদি তাই হয় তবে এই গ্রীষ্মটা ডেভিসের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লিয়াম প্লানকেট (১৯)
ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার

অ্যাওয়ে সুইংয়ের সঙ্গে বাউন্সার ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যানদের বিরুদ্ধে প্লানকেটের প্রধান অস্ত্র। ইংল্যান্ড একাডেমীর পার্টটাইম ছাত্র প্লানকেট ডারহামের হয়ে গত বছর ২৭টি উইকেট শিকার করেছেন। প্রথম শ্রেণীর অভিষেক ম্যাচেই ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নিয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন। শেষ ১২ মাস তিনি ইংল্যান্ডের বোলিং কোচ ট্রয় কুলির অধীনে বোলিং অ্যাকশনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন। ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবেও প্লানকেট যথেষ্ট ভালো। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে একটা অর্ধশত রানের ইনিংস আছে তার। ডারহামের কোচ মার্টিন মোক্সোনের মতে, 'একবার আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেলে খেলার মাঠে সে উড়ে বেড়াবে।'

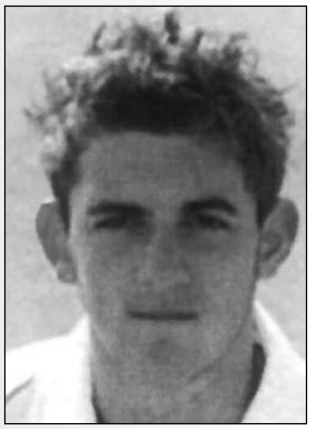

ভা র ত

ইরফান পাঠান (২০)

বামহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, বামহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার

১২ বছরের পাঠান যখন প্রথমবার বল করার চেষ্টা করেন বলকে ক্রিজের অপর প্রান্তে নিতে তাকে হিমশিম খেতে হয়। এরপর বাধ্য হয়ে স্পিন বল করতে শুরু করেন। কিন্তু পাঠানের প্রথম আনুষ্ঠানিক কোচ মেহেদি শেখের চিন্তা ছিল অন্য রকম। যা ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের জন্য পরে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিদিন ছয় ঘণ্টার একটা কঠিন প্রশিক্ষণ প্রণালী বেঁধে দেয়া হয় তাকে, যার প্রতিফলন দেখা যায় আজকের পাঠানের মাঝে। ২০০৪ সালে তিনি জিতেছেন আইসিসির সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার। যেকোনো উইকেটেই বাতাসে বিষাক্ত সুইং তার প্রধান অস্ত্র। এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনে পাঠানের কোচ টিএ শেখর বলেন, 'নিজেকে আঘাতমুক্ত রেখে বলকে সুইং করানোর মূল কৌশল যদি ধরে রাখতে পারে, তাহলে একদিন সে নিজেকে ভালো বোলার থেকে মহান বোলারে পরিণত করতে সক্ষম হবে।'

শিখর ধাওয়ান (১৯)

বামহাতি ব্যাটস্‌ম্যান

মাত্র ১২ বছর বয়সেই অনূর্ধ্ব-১৪ টুর্নামেন্টে ধাওয়ান খেলেন ঝড়োগতির একটা শতরানের ইনিংস, যা ভিরেন্দার সেওয়াগ ছাড়াও অনেক ব্যাটস্‌ম্যানের ব্যাটিংগুরু তারিক সিনহার নজর কাড়ে। তিনি ধাওয়ানকে নিয়ে আসেন নিজের তত্ত্বাবধানে। ধাওয়ানকে তিনি গড়ে তুলেছেন বড় ম্যাচ খেলার যোগ্যতাসম্পন্ন করে। ব্যাটিংয়ে তার ধারাবাহিকতাকে খাটো করে দেখা অসম্ভব। একজন কুশলী ব্যাটস্‌ম্যান তবে অধিকাংশ সময় আউট হন সন্দেহজনকভাবে। সাত ম্যাচে ৪৬১ রান নিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রথম মৌসুমেই দিল্লির হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী হয়েছেন তিনি। আর তিনটা শতক ও একটা অর্ধশত রানের ইনিংসসহ সাত ম্যাচে ৫০৫ রান করে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে রান সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় সবাইকে পেছনে ফেলেছেন।

সুরেশ রাইনা (১৮)

বামহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, অফ ব্রেক বোলার

মারমুখী ব্যাটস্‌ম্যান রাইনা বোলারদের কাছে বিভীষিকার নাম। ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যাট হাতে বোলারদের রীতিমতো হত্যা করেছেন তিনি। অনেকে তার মধ্যে খুঁজে পান যুবরাজের প্রতিচ্ছবি। প্রথম শ্রেণীর ১২ ম্যাচে সেঞ্চুরির সংখ্যা মাত্র একটি হলেও ইতিমধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আক্রমণাত্মক ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে। জুনিয়র লেভেলে সুন্দর পারফরমেন্স যার মধ্যে আছে পৌনে দু'শ রানের একটা ম্যারাথন ইনিংস, ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে তার স্থানকে পোক্ত করে। গত বছরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ এবং রনজি ট্রফিতে ধারাবাহিক সাফল্যের পর দিওধার ট্রফিতেও মধুর সময় পার করেছেন তিনি। সেখানে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় সবাইকে পেছনে ফেলেছেন অনেক ব্যবধানে। সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার গোপাল শর্মা যিনি রাইনাকে দেখেছেন একেবারে কাছ থেকে বলেন, 'ভয় কী জিনিস সেটা তার জানা নেই।'

নি উ জি ল্যা ন্ড

রস টেইলর (২০)

ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান

জাতিগতভাবে মাওরিস, রস লুটেরু টেলর নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের নতুন সেনসেশন। তার ব্যাটিংয়ে খেলোয়াড়সুলভ মাওরিসদের ঐতিহ্যের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। টেলর প্রথম দর্শকদের নজরে আসেন ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। স্টেট শিল্ড ওয়ানডে ম্যাচের ফাইনালে তার বিদ্যুৎগতির ব্যাটিং সেন্ট্রাল ডিসট্রিক্টসকে শিরোপা এনে দেয়। ঐ ম্যাচে তিনি দু'টি ছয় এবং আটটা চারের সাহায্যে ৮৬ বলে করেন ৯৫ রান। যা সাউথ আফ্রিকা সফররত 'নর্থ আইল্যান্ড' এবং 'নিউজিল্যান্ড এ' উভয় দলেই তার স্থান নিশ্চিত করে। এরপর থেকে ২২ গজের ক্রিজে অনেক সংযত ইনিংস উপহার দিয়েছেন তিনি। টিমমেট গ্লেন সুলজবার্গার তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের ঝলককে দেখেন একজন ভবিষ্যৎ তারকার শুরু হিসেবে 'এই মুহূর্তে রস কিছুটা মাথা গরম করে খেললেও একবার মানিয়ে গেলে সে একজন ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।'

জেসি রাইডার (২০)

বামহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, ডানহাতি মিডিয়াম পেসার

তিন বছর আগে রাইডার ছিলেন দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ খেলোয়াড়। হঠাৎ করে রান খরায় পড়েন তিনি। অধিকাংশ সময়ই আউট হন বাজে শটে। কাভার-ড্রাইভেও রয়েছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। ওয়েলিংটন সফরে গিয়ে তিনি খুঁজে পান ভন জনসনের মতো কুশলী কোচকে। তার মতে, 'ঠিক আছে একটা সময় সে ছেলেমানুষ ছিল, বেশির ভাগ ছেলেরাই যেমনটা হয়। কিন্তু ওয়েলিংটনের পরিবেশে জেসি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। তার মধ্যে ধারাবাহিকতার ঘাটতি থাকলেও প্রতিভা আছে, যার প্রতিফলন দেখা যাবে ২৩-২৪ বছর বয়সে। সামান্য বাঁক খাওয়ানো মিডিয়াম পেস বোলিং তার প্লাস পয়েন্ট।'

cv wK ¯v b

সালমান বাট (২০)
বামহাতি ব্যাটস্‌ম্যান

বাটের আদর্শ খেলোয়াড় সাঈদ আনোয়ার। ব্যাটিংয়েই তার প্রতিফলন দেখা যায়। ন্যাশনাল একাডেমীতে তার বেড়ে ওঠার পেছনে সাঈদ আনোয়ারের রয়েছে বিশাল অবদান। আনোয়ারের মতো বাটও অফ সাইডের একজন কুশলী ব্যাটস্‌ম্যান। অপূর্ব টাইমিংয়ের সঙ্গে চোখ ধাঁধানো শট আর মাঝে মাঝে স্কয়ার কভার দিয়ে অসাধারণ ফ্লিফ। লেগ সাইডে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও ধৈর্য আর গেম প্ল্যান বাটের ব্যাটিংয়ের মূল বৈশিষ্ট্য, যার সুফল তিনি পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। আর এর মধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছেন পাকিস্তানের কোচ বব উলমারের।

তারিক মাহমুদ (১৯)
বামহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, অফ ব্রেক বোলার

ভালো স্পিনারদের মতো মাহমুদেরও একান্ত নিজস্ব কিছু ডেলিভারি রয়েছে । বোলিং অ্যাকশন হুবহু সাকলায়েন মুশতাকের মতো হলেও বল ঘোরান মুরলিধরনের মতো কব্জি দিয়ে। গত বছর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের পর নিজের শহর শিয়ালকোটের হয়ে মাত্র তিনটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছেন তিনি। স্থানীয় সাংবাদিকদের মতে তার না খেলার পেছনে রয়েছে সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশন, যদিও তার বিরুদ্ধে এখনো কোনো অভিযোগ আসেনি। বিশ্বকাপে শিকার করেছেন ১৮টি উইকেট এবং ব্যাট হাতেও তিনি কম যান না। সেমিফাইনালে ৪৫ রানের সাবলীল ইনিংস ভারতের বিরুদ্ধে তার দলকে স্মরণীয় জয় এনে দেয়। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ আকিব জাভেদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে মাহ্‌মুদ সিনিয়র দলে খেলবে।

mv D _ Av wd Kv

এবি ডি ভিলিয়ার্স (২০)
ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, উইকেটকিপার

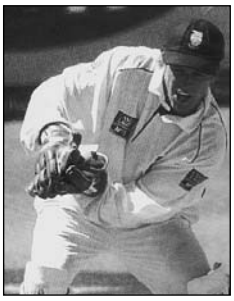

বলা হয়ে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যালেক স্টুয়ার্ট তিনি। প্রথম পাঁচ টেস্টে ব্যাট করেছেন ১, ২, ৬ ও ৭ নাম্বার পজিশনে এবং দুই টেস্টে উইকেট কিপিংও করেছেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে নিজ মাঠ সেঞ্চুরিয়ানে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন। আর পুরো সিরিজে ৪০ গড়ে সংগ্রহ করেছেন ৩৬২ রান। ক্রিজে বোলারদের মোকাবেলা করেন আক্রমণাত্মক মেজাজে। বেরি রিচার্ডস্‌ তার সমালোচনা করে বলেছেন, তিনি কিপিং করেন শক্ত হাতে। রিচার্ডসের এই দাবিকে অবশ্য তিনি অস্বীকার করেছেন। জ্যাক রুডলফের সঙ্গে প্রিটোরিয়া স্কুলে পড়ালেখা করা ডি ভিলিয়ার্স একজন প্রকৃত অলরাউন্ডার। ১৩ বছর বয়সে নিক বোলেতেরির ফ্লোরিডা টেনিস একাডেমীতে যাওয়া প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল আর গলফ খেলাতেও তিনি দারুণ পারদর্শী।

ফ্রানসিস এনকুনা (১৮)
ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার

পূর্ব প্রিটোরিয়ার মামেলোদি শহরের বাল্যবন্ধুরা যখন স্থানীয় ফুটবল দলের হলুদ জার্সি গায়ে জড়ানোর স্বপ্ন দেখতেন তখনও এনকুনার ভালোবাসা ছিল ক্রিকেট। গত তিন বছরে ডানহাতি কুইক বোলার এনকুনা দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সদস্য ছিলেন। নর্দানস্‌ ক্রিকেট একাডেমীর কোচ এনকাবা মাতোতি বলেন, 'এনকুনা, জোহান মাইবার্ঘ এবং জ্যাক রুডলফ এই একাডেমীতে বেড়ে ওঠা সেরা তিনজন স্থানীয় প্রতিভা।' ধারণা করা হয়, তিনি হবেন দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ মাথায়া এনটিনি। তবে এনকুনা এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'এনটিনি আমার হিরো, তবে আমার আরো সময় প্রয়োজন। তার সঙ্গে তুলনা করার মতো সময় এখনো আসেনি।' উচ্চাকাঙ্ক্ষী এনকুনা আরো বলেন, 'প্রতিদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙে ঘণ্টায় ১৫০ কিমি বেগে বল করছি স্বপ্ন দেখে। ওহ, আরেকটা বিষয় আমার স্বপ্নে বারবার আসে এবং সেটা হলো আগামী বিশ্বকাপে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলছি।'

kx j ¼v

হারশা ভিথানা (১৯)
ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, অফ ব্রেক বোলার

হারশা ভিথানা শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটে অস্থিরতার মাঝে আশার আলো। সম্প্রতি ক্রিকেট একাডেমী থেকে পাস করে বের হওয়া ১৯ বছর বয়সী ভিথানা একজন আক্রমণাত্মক ওপেনার। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে পরিসংখ্যান দেখে যদি কেউ তার মূল্যায়ন করতে চায় তবে সেটা তার ওপর অবিচার করা হবে। ১১ ম্যাচে ২১.৮৫ গড়ে তার সংগ্রহ ৩০৬ রান। কিন্তু যারা তার সেরা ইনিংসগুলো দেখেছেন নির্দ্বিধায় তার কৌশলের প্রশংসা করেছেন। স্পিন এবং নতুন বল দুটোর বিরুদ্ধেই তার খেলা সাবলীল। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট একাডেমীতে তিনি অতিবাহিত করেছেন ছয়টি সফল মাস। একাডেমীর হেড কোচ জেরোমি জয়ারতনে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় সুন্দর শুরুটাকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারছে না সে।' বল হাতে তিনি একজন ভালো অফ স্পিনার।

ও য়ে স্ট ই ন্ডি জ

রবি রামপল (২০)

বামহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার

রামপল ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সি গায়ে খেলতে নামা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফাস্ট বোলার। ২০০০ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৫ কোস্টকাটার কাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিরোপা জয়ের পেছনে তার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি এ পর্যন্ত ১৭টি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে তার সেরা বোলিং পারফরমেন্স হচ্ছে গত বছর জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে করা ৪৯তম ওভারটি। তখনো জয়ের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়োজন ১০ রান। ঐ ওভারে তিনি মাত্র ১ রান খরচ করে তুলে নেন ১৩৯ রানে ব্যাটিংরত জ্যাক ক্যালিসের উইকেট। গত গ্রীষ্মে ইংল্যান্ড সফরে তার টেস্ট অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও পায়ের আঘাতের জন্য তাকে সফরের মাঝপথে ফিরিয়ে আনা হয়। মাঝারি উচ্চতার রামপল ঘণ্টায় ৯০ কিমি বেগে বল করতে পারেন। লোয়ার অর্ডারে তার ব্যাটিং খুবই ফলপ্রসূ।

জাভিয়ার মার্শাল (১৮)

ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, অফ ব্রেক বোলার

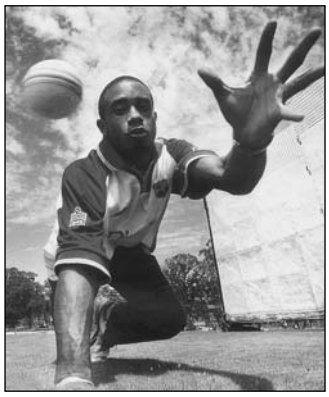

জ্যামাইকানদের মুখে মুখে এখন শুধু মার্শালের নাম। ২০০০ সালের কোস্টকাটার কাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি। ঐ টুর্নামেন্টে ব্যাটিংয়ের চেয়ে গ্রাউন্ড ফিল্ডিংয়ের জন্যই তিনি সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ২০০০ সালের পর থেকে নিজেকে আরো ভালোভাবে তৈরি করেছেন। গত বছরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ৩৩১ রান করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান স্কোয়ার হন। দেশে ফিরে আঞ্চলিক অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপে ছয় ম্যাচে করেন ৫০০ রান, যা জ্যামাইকাকে শিরোপা এনে দেয়। এরপর তিনি উঠে আসেন সিনিয়র লেভেলে। প্রেসিডেন্টস কাপের ওয়ানডে টুর্নামেন্টে তার সংগ্রহ ছিল ৩০৩ রান, যার মধ্যে গায়ানার বিরুদ্ধে অপরাজিত ১২৫ রানের একটা ইনিংস রয়েছে। টুর্নামেন্টে এটা ছিল কোনো খেলোয়াড়ের করা সর্বোচ্চ রানের ইনিংস, যা অস্ট্রেলিয়ার ভিবি সিরিজের জন্য ঘোষিত ২৫ সদস্যের প্রাথমিক দলে তার স্থান নিশ্চিত করে।

ফারভীজ মাহারুফ (২০)

ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার

তিনি একজন ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার, শ্রীলঙ্কার দ্বীপে যা বিরল। জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার আগে শ্রীলঙ্কার যুবদল এবং এ দলে তিনি ছিলেন সফল খেলোয়াড়। লোয়ার অর্ডারে ভালো ব্যাট করতে পারে এমন একজন সিম বোলারের শূন্যতা অনেক দিন থেকেই শ্রীলঙ্কান দলে পরিলক্ষিত হয়ে আসছিল। মাহারুফ সেই অভাবটা পূরণ করেছেন। অনূর্ধ্ব-১৯ দলে ৪ এবং ৫ নাম্বার পজিশনে তিনি ছিলেন সফল। গতি আহামারি কিছু না হলেও বল ফেলেন নিখুঁত লাইনে আর তা মুভ করাতে পারেন সাবলীলভাবে। ২০০৪ সালে জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার পর মাঝে মাঝে প্রতিভার ঝলক দেখালেও ২০০৫ সাল তার জন্য নিজেকে প্রমাণ করার মোক্ষম সময়।

wR ¤v e ‡q

তিনাশে পানিয়াংগারা (১৯)

ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার

পানিয়াংগারা প্রথম আলোচনার আসেন গত বছরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে। ঐ খেলায় তিনি ৩১ রানে ৬ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জিম্বাবুয়ের অপ্রত্যাশিত জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দুই মাসের ব্যবধানে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো জিম্বাবুয়ে দলের অপরিহার্য সদস্যে পরিণত হবেন এটা তিনি কল্পনাও করেননি। অভিষেক ওয়ান ডে ম্যাচে তার করা দ্বিতীয় বলেই স্লিপে ক্যাচ দিয়ে জয়সুরিয়া সাজ ঘরে ফিরে যান। হালকা বাঁক খাওয়ানো সঠিক লেন্থে করা বল দিয়ে তিনি ব্যাটস্‌ম্যানদের ধৈর্য পরীক্ষা করেন। ব্যাট হাতেও তিনি যথেষ্ট কার্যকর। তাকাশিংগায় তিনি উদ্বোধনী ব্যাটস্‌ম্যান ছিলেন। মাঠে তার প্রাণবন্ত উপস্থিতির জন্য দর্শকদের কাছে তিনি দারুণ জনপ্রিয়।

ব্রেনডান টেলর (১৯)

ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, অফ ব্রেক বোলার, উইকেটকিপার

ফুটওয়ার্কে দুর্বলতা থাকলেও কনসেনট্রেট করার অসীম ক্ষমতা আর বড় ইনিংস খেলতে পারার গুণ জাতীয় দলে তার স্থান নিশ্চিত করেছে।

প্রথম দিকে ইনিংসের উদ্বোধন করলেও এই পজিশনে সফলকাম হননি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাকে নামানো হয় মিডল অর্ডারে এবং এখানে তিনি সফল হন। হারারের সেন্ট জন'স স্কুল এবং লিলফোর্ডিয়ার মতো নামকরা ক্রিকেট নার্সারিতে তার হাতেখড়ি হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে অভিষেক হয় ১৫ বছর বয়সে। পরের বছর মাশোনাল্যান্ড এ দলের হয়ে অপরাজিত ২০০ রানের একটা সুন্দর ইনিংস খেলেন তিনি। এক সময় উইকেট কিপিং করলেও বর্তমানে মনোনিবেশ করেছেন অফ স্পিনের প্রতি এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উইকেটও পাচ্ছেন তিনি।